সংবাদ

তারিখ ... 31 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪ ...

মোরেলগঞ্জে ঘূর্ণিঝড়ে দুই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত পঠদান ব্যাহত

প্রতিনিধি, মোরেলগঞ্জ (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জে একটি দাখিল মাদ্রাসায় দুটি শ্রেণী কক্ষে পরীক্ষা দিচ্ছেন প্রায় ৩শ' ছাত্রছাত্রী। শনিবার বিকেলে ঘূর্ণিঝড়ে টিন কাঠের ভবন বিধ্বস্ত হওয়ার পরে গত রোববার এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ছাপড়াখালী গাজীরঘাট দাখিল মাদ্রাসায়। ছাপড়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয়েরও একটি কাঁচা ভবন ওইদিন বিধ্বস্ত হয়েছে। এতে ওই দুটি প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে এবং নিয়মিত পাঠদান ও পরীক্ষা গ্রহণে বাঁধা পড়েছে।

বিকল্প হিসেবে পার্শ্ববর্তী ভবনগুলোয় বিশেষ ব্যবস্থায় পাঠদানের ব্যবস্থা করেছেন ছাপড়াখালী মাধ্যমিক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। কক্ষ সংকটের কারনে দাখিল মাদ্রাসাটির চলমান অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার সময়সূচি পাল্টাতে বাধ্য হয়েছেন এর কর্মকর্তারা। মাদ্রাসাটিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৩শ'। এর মধ্যে ছাত্রী রয়েছেন ১৪৫জন। মাত্র ২টি কক্ষে এখন পরীক্ষা দিবেন এই শিক্ষার্থীরা।

বিধ্বস্ত হওয়া মাদ্রাসাটির টিন কাঠের ভবনটিতে ৯টি শ্রেণীকক্ষ ছিল। শিশু থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাশ ও পরীক্ষা নেওয়া হতো এই ভবনে। বিধ্বস্ত ভবনের পাশেই রয়েছে অফিসকক্ষসহ ৩ কক্ষের ১টি পাকা ভবন। ওই ভবনে নেওয়া হচ্ছিলো ১০ম শ্রেণীর পরীক্ষা। বিধ্বস্ত হওয়ার পরে এই ভবনের অফিস কক্ষসহ দুটি কক্ষে পালাক্রমে নেওয়া হচ্ছে ২শ' ৯১জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষা।

এ বিষয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আব্দুল হান্নান বলেন, বিধ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দুটির বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরকে জানানো হয়েছে।

মাদ্রাসার সুপার মাওলানা মো. আলী আকবর সিকদার বলেন, অচীরেই ভবন নির্মানের ব্যবস্থা না হলে ৩শ' শিক্ষার্থীরই ফলাফল বিপর্যের সম্ভাবনা রয়েছে। নান তিনি। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত হবার পর কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।